কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারপতি:**দেবাংশু বসাক**, বিচারপতি।

টিটিডি-টিটিডি সিইএম জয়েন্ট ভেঞ্চার
বনাম
কোলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড।

এপি-নং ১১২ /২০২১, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৪/০৮/২০২১ তারিখে

সালিসি ও সমঝোতা আইন (১৯৯৬ সালের ২৬), ধারা **১১ (৬), এস ১২** (৫)- **সালিসকারী নিয়োগ- সালিশ ধারাটি বিবেচনা করে যে প্রতিবাদী আবেদনকারীকে এই ধরনের প্যানেল থেকে একজনকে বেছে নেওয়ার জন্য পাঁচজন সালিশকারীর** প্যানেল **প্রদান করবে।- প্রতিবাদী হলেন রেল মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ।- প্যানেলের** নিরপেক্ষতা **এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে সন্দেহ-আবেদনকারীর আবেদন যে যেহেতু প্রতিবাদী** দ্বারা **প্রস্তাবিত সালিসকারীদের প্যানেলটি অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় রেল কর্মীদের নিয়ে গঠিত, তাই তারা ১৯৯৬ সালের আইনের পঞ্চম এবং সপ্তম তফসিলের অধীনে নিষেধাজ্ঞার শিকার হন-আবেদনকারী এমন কোনও উপাদান নথিভুক্ত করেননি যা প্রতিষ্ঠিত** করে **যে প্যানেলের কোনও সদস্যের চুক্তির বিষয়ে প্রতিবাদী সাথে কোনও সংযোগ ছিল না-আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়-আবেদনকারী স্বাধীনভাবে প্রতিবাদীর পাঠানো প্যানেলের সালিসকারীদের মধ্যে থেকে তার সালিসকারীকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা পেয়েছেন।**

উল্লেখিত মামলাঃ **কালানুক্রমিক** অনুচ্ছেদসমুহ

২০১৮ সালের এপি নং *732, ডি আই* ১২.০৩.২০২০	**অনুচ্ছেদ নং (৩,১০)**
এ আই আর অনলাইন ২০১৯ এস সি ১৯০৪	অনুচ্ছেদ নং (৩,৫,১২)
এ টি আর অনলাইন ২০২০ বোম ৫৬৯	অনুচ্ছেদ নং (৩,১১)
এ. আই. আর. ২০১৮ ক্যাল ৪	অনুচ্ছেদ নং (৩, আই ৪)
এ আই আর ২০১৭ এসসি ৯৩৯	অনুচ্ছেদ নং (৩,১৫)
এ আই আর অনলাইন ২০১১ এসসি ৫৩০	অনুচ্ছেদ নং (৬

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন বরিষ্ঠ আইনজীবী উৎপল বোস, শ্রীমতি এইচ চক্রবর্তী, শ্রীমতি নীলিনা চ্যাটার্জি; প্রতিবাদী পক্ষে ছিলেন বরিষ্ঠ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, জিষ্ণু চৌধুরী, মিসেস শ্রেয়া বসু মল্লিক, অঙ্কিত দে।

1. আদেশঃ আবেদনকারী সালিসি ও সমঝোতা আইন, ১৯৯৬-এর ধারা ১১ (৬)-এর অধীনে আবেদন করেছেন যে ১০ই মার্চ, ২০১০ তারিখের চুক্তির ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ এবং পার্থক্যের বিষয়ে রায় দেওয়ার জন্য সালিসকারী নিয়োগের জন্য।

2. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী বলেছেন যে, পক্ষগুলি ২০২০ সালের ১লা মার্চ তারিখে একটি চুক্তি করেছে।এই ধরনের চুক্তিতে একটি সালিশ ধারা রয়েছে।তিনি সালিশী ধারা হিসেবে ধারা ১৭.৯ এর উল্লেখ করেছেন।
তিনি বলেন যে সালিশ ধারাটি বিবেচনা করে যে, প্রতিবাদী পাঁচজন সালিশকারীর একটি প্যানেল সরবরাহ করবে যে প্যানেল থেকে বাদী একজনকে বেছে নেবেন।

আবেদনকারী ৯ জানুয়ারী,২০২১ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে সালিশ ধারাটি আহ্বান করেছিলেন।এর জবাবে, ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে প্রতিবাদী পাঁচজন সালিসকারীর একটি প্যানেল পাঠিয়েছিলেন।

তিনি প্রতিবাদীর প্রস্তাবিত প্যানেলের উপর মন্তব্য করেছেন।তাঁর মতে, প্যানেলে রয়েছেন ভারতীয় রেলের প্রাক্তন কর্মচারীরা।তিনি ২০২১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারির জবাবের কথা উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে আবেদনকারী এই আদালতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে সালিসকারী হিসাবে সুপারিশ করেছিলেন।

3. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী বলেছেন যে, প্রতিবাদীর পরামর্শ অনুযায়ী সালিসকারীদের প্যানেলটি ১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ১২

(৫) এবং তফসিল ৫ এবং ৭ এর অধীনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

তাঁর মতে, প্রতিবাদী একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ যার 51 শতাংশেরও বেশি শেয়ার রেল মন্ত্রকের হাতে রয়েছে।তাঁর মতে, প্রতিবাদী রেল মন্ত্রকের অধীনে রয়েছেন।তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিবাদী প্রস্তাবিত প্যানেলটি রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়ে গঠিত।তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে তারা ১৯৯৬ সালের আইনের পঞ্চম ও সপ্তম তফসিলের নিষেধাজ্ঞার ভুক্তভোগী হন।প্যানেলের নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতা নিয়ে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রয়েছে।তাঁর যুক্তির সমর্থনে, আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের মামলা 665-এর ২০১৭ ভলিউম ৪ উপর নির্ভর করেছেনঃ(এ. আই. আর 2017 এস. সি 939) (ভয়েস্টালপাইন শিয়েনেন জি. এম. বি. এইচ বনাম দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড), 12ই মার্চ, 2020 তারিখের আদেশটি এপি নং. 2018 সালের 732 (মেসার্স তানিয়া কনস্ট্রাকশন লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া),

২০২০ এস. সি. সি অনলাইন **বম্বে ৬৮১:(এ. আই. আর.** অনলাইন ২০২০ বম্বে ৫৬৯) (এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম কোঙ্কন রেলওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড), ২০২০ ভলুম ১৪ **সুপ্রিম কোর্টের মামলা 712:(এ.** আই. আর. অনলাইন ২০১৯ এস. সি ১৯০৪) (সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন ফর রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন বনাম ই. সি. আই-এস. পি. আই. সি-এস. এম. ও-এম. সি. এম. এল (জে. ভি) **একটি যৌথ উদ্যোগ সংস্থা)** এবং ২০১৮ সালের এ পি নং ২৯৭ মামলায় ১৭ই মার্চ, ২০২১ তারিখে আদেশটি প্রদত্ত হয়:(এআইআর ২০১৮ ক্যাল ৪) (টেকমা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া)।

4. প্রতিবাদী পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী বলেছেন যে, .১৯৯৬ সালের আইনের ১২ (৫) ধারা বা তফসিল ৫ বা তফসিল ৭-এর অধীনে প্রতিবাদী দ্বারা প্রস্তাবিত প্যানেলে থাকা কোনও ব্যক্তিই অযোগ্য নন।

তিনি বলেন, প্যানেলে থাকা ব্যক্তিরা অনেক আগে রেল পরিষেবা থেকে অবসর নিয়েছেন।প্যানেল গঠনকারী সদস্যদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা নিয়ে সন্দেহ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।তিনি বলেন যে, আদালত পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিটি পুনরায় লিখতে পারে না।যাই হোক না কেন, বিষয়টি

বিচারাধীন থাকাকালীন, প্রতিবাদী আরও তিনজন সালিসকারীর নাম পাঠিয়েছিলেন, যার মধ্যে থেকে আবেদনকারী যে কোনও একটি বেছে নিতে পারেন।সামগ্রিকভাবে প্রতিবাদী আবেদনকারীর কাছে আটটি নাম পাঠিয়েছেন।

5. সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন ফর রেলওয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশন (সুপ্রা)-এর কথা উল্লেখ করে প্রতিবাদী পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী বলেছেন যে, বর্তমান মামলার তথ্যে, আবেদনকারীকে বেছে নেওয়ার জন্য সালিশকারীদের একটি প্যানেল পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রতিবাদীর তরফে কোন অনিয়ম নেই।

অতএব, তিনি বলেন যে, ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে আদালতের এক্তিয়ার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।

6. জবাবে, আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান সিনিয়র অ্যাডভোকেটে এসএলপি (সি) নং-এ সুপ্রিম কোর্টের ২০২০ সালের এস এল পি নং ১২৬৭০ মামলার ১১ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখের আদেশের উপর নির্ভর করেছেন:(এ. আই. আর. **অনলাইন ২০১১1 এস. সি ৫৩০)**
(ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম মেসার্স তান্তিয়া কনস্ট্রাকশন লিমিটেড) এবং পেশ করেছেন যে, সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন অফ রেলওয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশন (সুপ্রা)-এর অনুপাত নিয়ে সন্দেহ করা হয়েছে এবং একটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে।

7. বর্তমান মামলার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিবাদী কোলকাতা পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো রেল প্রকল্পের (ইউজি-2) জন্য সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে সুভাষ সরোবর পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ অংশের সিদ্ধান্ত ও নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করে একটি নোটিশ জারি করেছেন।

আবেদনকারী এই ধরনের টেন্ডারে অংশ নিয়েছিলেন।আবেদনকারীকে উপযুক্ত বলে মনে করার পর প্রতিবাদী আবেদনকারীকে ২০১০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি গ্রহণযোগ্যতার চিঠি জারি করেছিলেন। পক্ষগুলি ১০ই মার্চ ২০১০ তারিখে কে. এম. আর. সি. এল/সি. ই/ইউ. জি-২/০৬/১০ নম্বরের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল।চুক্তির নথিতে একটি সালিশী ধারা রয়েছে যা নিম্নরূপঃ_

"১৭.৯ যদি সমঝোতার মাধ্যমে সমস্ত বা যে কোনও বিরোধ নিষ্পত্তি

করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে নির্মাণ/উৎপাদন, পরিমাপ পরিচালনা বা চুক্তির প্রভাব বা তার লঙ্ঘনের স্পর্শ বা সম্পর্কিত কারণে পক্ষগুলির মধ্যে যে কোনও বিরোধ বা পার্থক্য উদ্ভূত হয় তা নিম্নলিখিত বিধান অনুসারে সালিশের কাছে পাঠানো হবেঃ

(a) সালিশ করার বিষয়গুলি একমাত্র সালিশীকারীর কাছে পাঠানো হবে যদি দাবির মোট মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয় এবং দাবিগুলির মোট মূল্য ৫০ লক্ষ টাকার বেশি হলে তিনজন সালিশীকারীর একটি প্যানেলের কাছে পাঠানো হবে।নিয়োগকর্তা ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাবির জন্য তিনজন সালিশীকারীর একটি প্যানেল এবং 50 লক্ষ টাকারও বেশি দাবির জন্য পাঁচ জন সালিশীকারীর একটি প্যানেল প্রদান করবেন।তিনজন সালিশীকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ঠিকাদারকে তিনজনের প্যানেল থেকে একমাত্র সালিশীকারী এবং/অথবা পাঁচজনের প্যানেল থেকে একজন সালিশীকারী বেছে নিতে হবে।নিয়োগকর্তা পাঁচজনের এই প্যানেল থেকেও একজন সালিশীকারীকে বেছে নেবেন এবং এইভাবে নির্বাচিত দুজন কেবল প্যানেল থেকে তৃতীয় সালিশীকারীকে বেছে নেবেন। সালিশীকারীগণকে উভয় পক্ষের কাছ থেকে লিখিত নোটিশ/সালিশীকারী নিয়োগের দাবি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 30 দিনের মধ্যে নিয়োগ করা হবে।কোনও পক্ষই এই ধরনের সালিশীকারীর (দের) সামনে কার্যধারায় ইঞ্জিনিয়ারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত প্রমাণ বা যুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।পূর্ববর্তী বিধান অনুসারে ইঞ্জিনীয়ার কর্তৃক প্রদত্ত কোনও সিদ্ধান্ত তাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা এবং সালিশীকারীদের কাছে পাঠানো বিরোধ বা পার্থক্যের সাথে প্রাসঙ্গিক যে কোনও বিষয়ে সালিশীকারীদের সামনে সাক্ষ্য দেওয়া থেকে অযোগ্য ঘোষণা করবে না।সালিশ প্রক্রিয়া শুধুমাত্র কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে।কার্যধারা, নথি এবং যোগাযোগের ভাষা হবে ইংরেজি।

(b) নিয়োগকর্তা সালিশীকারী (দের) প্যানেলকে সালিশীকারী হিসাবে নিয়োগের প্রস্তাব দেওয়ার সময় প্যানেলে মনোনীত উল্লিখিত সালিশীকারীর যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যে তাদের পেশাদার অভিজ্ঞতা, ফোন নম্বর এবং ঠিকানা ঠিকাদারকে সরবরাহ করবেন।

(c) একমাত্র সালিশীকারীর রায় অথবা, ক্ষেত্রমতে, তিনজন সালিশীকারীর

সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৪. সালিসি চুক্তির আওতায় থাকা পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ এবং মতপার্থক্য রয়েছে, আবেদনকারী ৯ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখের একটি নোটিশের মাধ্যমে এই ধরনের বিরোধগুলি সালিশীর জন্য উল্লেখ করেছেন।

২০২১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, প্রতিবাদী সালিশ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে তার সালিশীকারী বেছে নেওয়ার জন্য পাঁচজন সালিশীকারীর একটি প্যানেলের পরামর্শ দিয়েছিলেন।প্রতিবাদী ২০২১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে একজন ব্যক্তিকে সালিশীকারী হিসাবে মনোনীত করেছিলেন যার নাম ২০২১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের চিঠিতে অন্তর্ভুক্ত সালিশীকারীদের প্যানেলে নেই।এর জবাবে, প্রতিবাদী ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখের চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে আবেদনকারীর কাছে পাঠানো সালিশীকারীদের প্যানেল থেকে তার সালিশীকারীকে মনোনীত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।এরপর আবেদনকারী ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ ধারার অধীনে বর্তমান আবেদনের মাধ্যমে আদালতের দ্বারস্থ হন।

9. ভয়েস্টালপাইন শিয়েনেন জি. এম. বি. এইচ (সুপ্রা) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৬ সালের আইনের ১২ ধারার সংশোধনী এবং সালিশীকারীদের একটি প্যানেলের বৈধতা বিবেচনা করেছে যে, সেই মামলার তথ্যে, দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড তার সালিশীকারীকে মনোনীত করার উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর কাছে প্রেরণ করেছিল।

এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ_

"২৫.সালিসকারীদের নিরপেক্ষতা প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে ধারা 12 সংশোধন করা হয়েছে অর্থাৎ তাদের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা।"পরিস্থিতি" চিহ্নিত করার জন্য সংশোধিত বিধানটি প্রণয়ন করা হয়েছে। যা সালিসকারীর স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা সম্পর্কে "যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের" জন্ম দেয়।সেখানে উল্লিখিত পরিস্থিতিগুলির মধ্যে যদি কোনও একটি বিদ্যমান থাকে, তা হলে তা পক্ষপাতিত্বের যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কাকে জন্ম

দেবে।এই আইনের পঞ্চম তফসিলে এমন কারণগুলি উল্লেখ করা হয়েছে যা এই ধরনের যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের জন্ম দিতে পারে।একইভাবে, সপ্তম তফসিলে সেই পরিস্থিতিগুলি উল্লেখ করা হয়েছে যা ধারা ১২-এর উপ-ধারা (৫)-এর বিধানগুলিকে আকর্ষণ করবে এবং যদি এর বিপরীতে কোনও পূর্ববর্তী চুক্তি হয়।এই মামলার প্রেক্ষাপটে, এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে কেবলমাত্র যদি কোনও সালিশীকারী একজন কর্মচারী, পরামর্শদাতা, উপদেষ্টা হন বা কোনও পক্ষের সাথে কোনও অতীত বা বর্তমান ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকে তবে তাকে সালিশীকারী হিসাবে কাজ করার অযোগ্য বলে মনে করা হয়।একইভাবে, সেই ব্যক্তিকে সালিসকারীর ভূমিকা পালন করতে অক্ষম হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যিনি একজন ব্যবস্থাপক, পরিচালক **বা** ব্যবস্থাপনার অংশ বা কোনও পক্ষের অধিভুক্তিতে একক নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব রাখেন যদি অধিভুক্ত ব্যক্তি সালিশের বিরোধের বিষয়গুলিতে সরাসরি জড়িত থাকেন।একইভাবে, যে ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে নিয়োগকারী দল বা নিয়োগকারী দলের অধিভুক্তদের পরামর্শ দেন তারা অক্ষম হন।তফসিল ৫ এবং তফসিল ৭-এ একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং স্বীকার করা যায় যে প্রতিবাদী দ্বারা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা উক্ত তালিকার কোনও আইটেমের আওতায় নেই।

২৬. এটা বলা যায় না যে, কেবলমাত্র যে ব্যক্তি একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যিনি সরকার বা অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন বা সরকারী খাতের উদ্যোগ থেকে অবসর নিয়েছেন এবং ডি. এম. আর. সি (বিতর্কিত পক্ষ)-এর সাথে তার কোনও সম্পর্ক নেই, তাকে সালিশীকারী হিসাবে কাজ করার অযোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে।আইনসভার অভিপ্রায় যদি এমন হত, তা হলে সপ্তম তফসিলে এই ধরনের ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হত।পক্ষপাতিত্ব বা পক্ষপাতিত্বের প্রকৃত সম্ভাবনার জন্য এই ধরনের উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দায়ী করা যায় না, কেবল এই ভিত্তিতে যে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে কাজ করেছেন, এমনকি যখন তাঁদের ডি. এম. আর. সি-র সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত করার মূল কারণ হল সালিশীকারী হিসাবে কাজ করার সময় তাদের দক্ষতা ব্যবহার করে বিরোধের প্রযুক্তিগত দিকগুলি যাতে যথাযথভাবে সমাধান করা হয় তা নিশ্চিত করা।এখানে এও উল্লেখ করা যেতে পারে যে আইন কমিশন আন্তর্জাতিক সালিশের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব

সম্পর্কিত আইবিএ নির্দেশিকাগুলির লাল ও কমলা তালিকা থেকে নেওয়া তফসিলটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিল এই পর্যবেক্ষণের সাথে যে এটিকে "এমন পরিস্থিতি রয়েছে কিনা যা এই ধরনের যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের জন্ম দেয়" তা নির্ধারণ করার জন্য নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচনা করা হবে।এই ধরনের ব্যক্তিরা আইবিএ নির্দেশিকাগুলির লাল বা কমলা তালিকার আওতায়ও আসে না।

10. তান্তিয়া কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের (সুপ্রা) ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত ১৯৯৬ সালের আইনের ১২ ধারার সংশোধনীর কথা উল্লেখ করেছে।
সেই মামলার তথ্যে, বিবাদগুলি ছিল আবেদনকারী এবং ভারতীয় রেলের মধ্যে।সেই মামলার তথ্যে, আদালত এই সিদ্ধান্তে সালিসী প্যানেল গঠন করেছিল যে ভারতীয় রেল ১৯৯৬ সালের আইনের সপ্তম তফসিলের কোনও বিভাগের আওতাভুক্ত নয় এমন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি নতুন প্যানেল প্রস্তুত করেনি।

11. এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে, বম্বে হাইকোর্ট একটি সালিশী চুক্তি বিবেচনা করেছে যা তাতে প্রতিবাদীকে তিনজন গেজেটেড রেলওয়ে অফিসারের একটি প্যানেল নিয়ে গঠিত একটি সালিশী ট্রাইব্যুনাল গঠনের অনুমতি দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, আদালত খুঁজে পেয়েছিল যে, স্থায়ী সালিসী ট্রাইব্যুনাল গঠনের চুক্তির অধীনে বিধানগুলিতে ১৯৯৬ সালের আইনের ১২ ধারার সংশোধিত বিধানগুলির লঙ্ঘন ছিল যা তার তফসিল ৫ এবং ৭ এর সাথে মিলিত ছিল।

12. সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন অফ রেলওয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশন (সুপ্রা) এর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট একটি সালিশী চুক্তি বিবেচনা করেছে যা তিনজন গেজেটেড রেলওয়ে অফিসার এবং তিনজন অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে অফিসারের একটি প্যানেল গঠনের অনুমতি দিয়েছে যা নির্দিষ্ট পদমর্যাদার নিচে নয়।

এটি নিম্নরূপে ধার্য হয়েছেঃ_

"৩৯. ৬৪ (৩) (এ) (ii) এবং ৬৪ (৩) (বি) ধারা অনুসারে চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর পরিবর্তিত ধারাগুলিতে একটি সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে, সালিসী

ট্রাইব্যুনাল তিনজন গেজেটেড রেল আধিকারিকের একটি প্যানেল নিয়ে গঠিত হবে [ধারা ৬৪ (৩) (এ) (ii) এবং তিনজন অবসরপ্রাপ্ত রেল আধিকারিক যারা সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ গ্রেড অফিসার পদমর্যাদার নিচে নয় [ধারা ৬৪ (৩) (বি)]।যখন চুক্তিতে বিশেষভাবে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত রেল আধিকারিকদের প্যানেল থেকে তিনজন সালিশীকারী নিয়ে গঠিত সালিস ট্রাইব্যুনাল নিয়োগের বিধান রয়েছে, তখন সালিশীকারীদের নিয়োগ পক্ষগুলির দ্বারা সম্মত চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া উচিত।পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির শর্ত এবং চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী হওয়ায়, হাইকোর্ট চুক্তির সাধারণ শর্তাবলীর ৬৪ (৩) (এ) (ii) এবং ৬৪ (৩) (বি) ধারা উপেক্ষা করে একটি স্বাধীন একক সালিসকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না এবং বিতর্কিত আদেশগুলি বজায় রাখা যায় না।

13. যদিও সুপ্রিম কোর্ট সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন ফর রেলওয়ে ইলেক্ট্রিফিকেশনকে (সুপ্রা) ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার (সুপ্রা) ক্ষেত্রে একটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠিয়েছে, তবে এটি এখনও বাতিল করা হয়নি।

14. টেকমা ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড (সুপ্রা) এর ক্ষেত্রে আদালত জানতে পেরেছিল যে রেলওয়েজ একতরফাভাবে তার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে প্রাথমিকভাবে সালিশীকারী হিসাবে নিয়োগ করেছিল এবং তার মৃত্যুর পরে আবেদনকারী ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ (৬) ধারার অধীনে আদালতে যাওয়ার পরে অন্য সালিশীকারী নিয়োগ করতে এগিয়ে যায়।

এটি স্থির হয়েছে যে, রেলওয়েজ ঠিকাদারকে সালিশীকারীদের একটি প্যানেল থেকে সালিশীকারী বেছে নেওয়ার জন্য সুযোগ দেয়নি।এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালত একজন সালিশীকারী নিয়োগ করেছিলেন।

15. আবেদনকারীর যুক্তি যে যেহেতু প্রতিবাদী দ্বারা প্রস্তাবিত সালিশীকারীদের প্যানেলটি অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় রেল কর্মীদের নিয়ে গঠিত, তাই তারা ১৯৯৬ সালের আইনের পঞ্চম এবং সপ্তম তফসিলের অধীনে নিষেধাজ্ঞার শিকার হন যা ভয়েস্টালপাইন শিয়েনেন জি. এম. বি. এইচ (সুপ্রা)-এ বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

আবেদনকারী এমন কোনও উপাদান নথিভুক্ত করেননি যা প্রমাণ করে যে

প্যানেলের কোনও সদস্যের সংশ্লিষ্ট চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবাদীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না।ভয়েস্টালপাইন শিয়েনেন জি. এম. বি. এইচ (সুপ্রা) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, পক্ষপাতিত্ব বা এমনকি পক্ষপাতিত্বের প্রকৃত সম্ভাবনার জন্য উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কেবল এই ভিত্তিতে দায়ী করা যায় না যে তারা কেন্দ্রীয় সরকার বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কাজ করেছেন।

16. **এই** পরিস্থিতিতে, আমি আবেদনকারীর যুক্তিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না।বাদীর প্রতিবাদীর দ্বারা প্রদত্ত আটজন সালিশীকারীর প্যানেলের মধ্যে থেকে তার সালিশীকারীকে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে, যা বর্তমান তারিখ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে করতে হবে।

17. **২০২১** সালের এপি নং ১১২ নম্বর মামলাটি খরচ হিসাবে কোনও আদেশ ছাড়াই সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়।

আবেদন খারিজ করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.